প্রতিটা দিনই হোক মা দিবস…..

আমার কাছে মায়ের জন্য বিশেষ কোন দিন নেই। প্রতিদিনই মা ময়। শুধু আমার না, আমাদের পাঁচ ভাইবোনের কাছে প্রতিদিনই মা দিবস।

আমি তখন কোন ক্লাসে পড়ি মনে নেই। খুব বৃষ্টি পড়ছিলো। সেই ঝুম বৃষ্টির সাথে চোখের পানি মিলিয়ে আমি মায়ের কাছে হাজির। হাতে গোসল করানো বই খাতা। মা আমাকে একঝলক দেখলো তারপরেই নিজেকে মায়ের বুকের মধ্যে দেখলাম আমি। আমাকে সেদিন আমাদের শহরের বিরাট বড় মস্তানের ভাগ্নে রাস্তার পাশের ডোবাতে ফেলে দিয়েছিলো। শোনার সাথে সাথে আমার মা হাতে একটা লাঠি নিয়ে সেই ভাগ্নের সামনে হাজির। দু তিন ঘা দেবার পর ভাগ্নে আরো উত্তেজিত হয়ে থাকে তার মস্তান মামার ভয় দেখাতে থাকে। আহা!! হঠাৎ আমি আবিস্কার করলাম যে ভয় দেখানোর কান আমার মায়ের হাতে আর মুগ্ধ দর্শক হয়ে মায়ের পিছনে। আমরা হাজির সেই মস্তানের বাড়িতে। সেদিন নতমুখে সেই মস্তানকে মায়ের কাছে ক্ষমা চাইতে দেখেছি। আজো চোখ বন্ধ করলে আমার অসীম সাহসী মা আমাকে সাহস দেয়।
আমাদের বাসায় টিভি ছিলোনা। আমরা পাশের কোন এক বাসায় মাঝে মাঝে হানা দিতাম টিভি দেখার জন্য। কার্টুন ছিলো রানার খুব প্রিয়। রানা আমার ছোট ভাই। একদিন কার্টুন দেখার সময় বাসার মালকিন আমাদের মুখের উপর টিভি বন্ধ করে দিলেন। আমাদের মন খুব খারাপ। রানার মন খারাপ একটু বেশি। মালকিন টিভি বন্ধ করার পর আমাদের বলে ছিলেন নিজের বাসায় টিভি দেখতে। আমাদের টিভি নেই কেন এই কষ্টে রানার মন বেশি খারাপ ছিলো। মা শুধু আমাদের সবাইকে বুকের মধ্যে নিয়েছিলেন বলেননি কিছুই। পরদিন সকালে মা নেই। মা আসলো দুপুরের পর। বিরাট বড় একটা বাক্স নিয়ে। সেই বাক্সটা ছিলো আমাদের জন্য জাদুর বাক্স। বাসায় প্রথম ১৭ ইঞ্চি তানিন টিভির আগমন। আমরা ভাই-বোনেরা কোন কোনদিন দিনের বেলায় টিভি চালিয়ে বসে থাকতাম আর মাছি উড়া দেখতাম। আর মা লাগাতার আমাদের মন খারাপের সময়কে সুখের বানিয়ে দিতেন।
আমার বাবা বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। কলেজ শিক্ষক বাবার জীবনে যতোবার সংকট এসেছে আমার মা সেই সংকটে ঢাল হয়ে দাঁড়াতেন। সংকটের মধ্যে মধ্যে দিন কাটানো আমরা কতদিন দেখেছি ম সাহস দিচ্ছেন আব্বুকে। আর আমার বাবা সেই সাহসে সংকট জয় করছেন। তখন থেকেই মা আমাদের কাছে মুশকিলআসান।
আমার বন্ধুর মতোন মা অকালে প্রয়াত প্রেমিকার চিঠি, কার্ড যত্ন

করে গুছিয়ে রাখতেন বাবার ড্রয়ারে যেটা আমার জন্য বরাদ্দ ছিলো। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি তিনি একজনকে সাহস দিচ্ছেন, অভয় দিচ্ছেন সে যেন ভয় না পাই আর ভুল না করে সেই জন্য। আবার জীবিত প্রেমিকাকে ঘরে এনে ছেড়েছেন আমার থেকেও বেশি প্রেম দেখিয়ে।
কাজের কারনে প্রায় সারা দেশেই ঘুরতে হয় আমার। বিভিন্ন বয়সের নারী পুরুষের সাথে আমার মেশামিশি। কাউকে কাউকে আমি মা ডাকি আম্মা ডাকি। এই ডাকাডাকির স্বভাব আমার বেশ পুরাতন। একবার একজন আমার মায়ের কাছে নালিশ করলেন। বিষয় হলো আমার মা কেন এইসব সহ্য করে, কেন আমাকে কিছু বলেনা। কাকতালীয় ভাবে আমি সেদিন আমাদের ড্রয়িং রুমে আর মা তাঁর ঘরে। আমি বোধহয় একটু দ্বিধা জনিত উৎকন্ঠায়। আমি সেদিন যে উত্তর মায়ের মুখে শুনেছিলাম তা আজো কানে তোলা আছে, মনে গেঁথে আছে। মা সেদিন যে উত্তর দিয়েছিলেন, আমার ছেলে যদি কাউকে মা ডাকে আর তাঁর আদর যদি নিতে পারে তবে তো সেটা গর্ব। আপনি একবার ভাবেন আমার ছেলেটা কতজনের ছেলে হয়ে উঠছে। আবার দেখেন অন্যকে মা ডাকার কারনে আমার প্রতি তার ভালোবাস কমেনি বরং বেড়েছে অনেকগুন। আমি জানি -আমি একদিকে আর আমার ছেলের কাছে বাকি দুনিয়া একদিকে। তাই এটা নিয়ে আমার কোন আফসোস নেই বরং গর্ব আছে।………. মায়ের দেয়া এই উত্তরটা আমাকে সকল মায়ের সন্তান বানিয়েছে।
মায়ের কারনেই আজ এই করনাকালে আমরা অন্য মায়েদের পাশে দাঁড়াচ্ছি। এমন বন্ধু, মুশকিলআসান মায়ের জন্য কি শুধু একটা দিন চলে। তাই আমাদের কাছে মায়ের জন্য নির্ধারিত দিন নেই। আমাদের সকল দিনই মা দিবস। কোন মায়ের জন্য একটা দিন নির্ধারন করে দেওয়া তাঁকে কেমন যেন দুরের মানুষ বানিয়ে দেয়। সকল দিনই আপনার জন্য মায়ের মমতায় ভরে উঠুক। যারা মাকে হারিয়েছেন তারা সকল জীবিত মায়ের মধ্যে নিজের মাকে খুঁজে পাক। সকল মায়ের জন্য ভালোবাসা। আমাদের মায়েরা দীর্ঘজীবি হোক। অনেক ভালোবাসা মায়েদের জন্য…..

লেখক : উন্নয়ন কর্মী

বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন

“ আপনি নিজেকে লেখক, নিরপেক্ষ পরিচয় দেন। আপনার ফেসবুক ওয়ালে দেখি শুধু আওয়ামী সরকার বিরোধিতা, একটিও উন্নয়ন বা সাফল্যের

লেখা নেই। একটু কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত!!

ফ্লাইওভারের কারনে নারায়নগঞ্জ থেকে ঢাকায় ঢুকতে দেড় ঘন্টা পরিবর্তে যখন ১৫মিনিট লাগলো তখন আনন্দে আপ্লুত হইয়া এই সরকাররে ধন্যবাদ দিয়া একটা স্ট্যাটাস দিয়েছেন কোন দিন??

অথচ ঘন্টা খানেক জ্যামে পরলে সরকারের গুষ্টি উদ্ধার কইরা স্ট্যাটাস দেওয়ার সময় কোন চিন্তা করি না।
পদ্মা সেতু হইলে সাড়ে চার ঘন্টায় বরিশাল পৌঁছে কি আনন্দে সরকারকে ধন্যবাদ দিয়ে একটা স্ট্যাটাস দিবে কেউ কোনদিন? নাকি ব্রিজে টোল দেয়ার জন্য লাইনে থাকার জন্য সরকারের গুষ্টি উদ্ধার করবে?

আগে ছিলো মরা বিল, যেইখানে ময়লা আবর্জনা ঠাসা ছিলো, সেই হাতির ঝিলে সেলফী খিচতে খিচতে কোন দিন সরকাররে ধন্যবাদ দিয়েছেন?

ঢাকার শহরে বাস করে ২২ঘন্টার বেশি বিদ্যুৎ পাইয়াও এক ঘন্টার লোডসেডিং সহ্য করতে না পেরে সরকারের পিন্ডি চটকান, তখন কি একবার ভাইবা দেখছেন আগে ঢাকায় ১২ ঘন্টার বেশি কারেন্ট থাকতো না। ২০ হাজারের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন এর কারনে আলোক উৎসব হইছিলো। কই দিয়েছেন কি সরকারকে ধন্যবাদ?

মাধ্যমিক পর্যন্ত বই পাইতেছেন আপনারই আত্মীয়স্বজন, তাও জানুয়ারির এক তারিখ তিন কোটি বই পাইতেছে সারা দেশের শিক্ষার্থী, কই একটা স্ট্যাটাস দিয়াও তো সরকাররে ধন্যবাদ দিলেন না।

মেট্রো রেল হওয়ার সাথে সাথে মিরপুর থেকে মতিঝিল যাইবেন আধা ঘন্টায়, তখন কি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেইলা সরকাররে ধন্যবাদ দিবেন?? অথচ এখন সেই আপনাদের সময় বাচানোর জন্য রাস্তায় কাজ হইতাছে দেইখা একটু বেশি সময় জ্যামে থাকেন দেইখা সরকারের গুষ্টি উদ্ধার কইরা স্ট্যাটাস দিতে কিন্তু ছাড়েন না।

দেশে এত এত উন্নয়ন হইছে সেইটা চোখে পড়ে না? বোমা হামলা নাই, গ্রেনেডে হামলা নাই, শান্তিতে আছি তাই ভালো লাগে না।

যে ভাল কাজ করে তাকে তার কাজের জন্য বাহবা দিতে হয়,তাকে আরো কাজ করার প্রেরনা দিতে হয়, তবেই না আমাদের দেশ টা এগিয়ে যাবে,একজন একা কখনো

দেশটাকে বদলে দিতে পারে না,সবাই মিলে যার যার যায়গা থেকে এগিয়ে

এলেই তৈরি সম্ভব আমাদের সোনার বাংলা,,,,

গ্রামে যান, জিজ্ঞাসা করুন। গ্রামের প্রায় বাড়ীতে মোটরসাইকেল, টিভি ফ্রিজ। মংগা নেই, সার সংকট নেই, সেচ সংকট নেই, প্রতিটি বাড়ীতে বিদ্যুৎ, গ্রামের মানুষ দরজা খুলে ঘুমায়, চোর ডাকাতের উৎপাতের চিন্তায় পাহারা দেয়া লাগে না।

কয়েক বছর আগেও নাইট কোচে ঢাকায় আসতাম। গাবতলি পৌঁছালে ভোর ৩ টা থেকে গাবতলিতে বসে থাকতে হতো সকাল না হওয়া পর্যন্ত। এখন যখন গাড়ী থেকে নামি তখন বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিই। গাবতলির ৮ নং গাড়ি ছিল পকেটমার আর মলম পার্টির নিয়ন্ত্রনে। এখন কি তা কমে যায় নি?

আগারগাও- মিরপুর তালতলায় রাত ৮ মানে হরহামেশা ছিনতাই। সন্ধ্যার পর মহিলাদের জন্য ছিল একপ্রকার কারফিউ। এখন শুধু ঢাকা না, গ্রামের মানুষরাও গভীর রাত পর্যন্ত চলাফেরা করে। চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেয়।

মতিঝিলে গুলি বোমা মেরে টাকা ছিনতাই হতো না, এমন কোন দিন কি ছিল? এখন কয়দিন এমন ঘটনা শুনতে পান? টিআইবি বলছে, দুর্নীতিতে আগে ছিলাম ১ এখন ১৭/১৫। মানে দুর্নীতিও কমেছে। সূচক পয়েন্ট অনেক ভাল।

আপনারা বলছে, টাকা লুট হয়ে গেছে আওয়ামী লীগ আমলে। বিএনপির সময় তো হয় নি, আমার প্রশ্নঃ তাহলে বিএনপির আমলে কেন নিজ টাকায় পদ্মা সেতু হয় নি, হাতিরঝিল হয় নি, এতোগুলো ফ্লাইওভার হয় নি, বিদ্যুতকেন্দ্র হয় নি, পারমানবিক প্রকল্প হয় নি, মেট্রোরেল হয় নি, নিজস্ব স্যাটেলাইট হয় নি, ১০০ অর্থনৈতিক জোন হয় নি, দুটি নয় একটিও সমুদ্রবন্দর হয় নি, এলএনজি গ্যাস আসে নি? রেল ব্যবস্থায় হাত দেয় নি? মেগা প্রকল্প বলতে বিএনপির একটা প্রকল্পের নাম কি বলা যাবে? গড় আয় ১০ বছরে ১০০০ মার্কিন ডলার বেড়ে দাড়িয়েছে ২০০০ মার্কিন ডলার হিসাব আছে?

টেন্ডারবাজী রোধে ই-টেন্ডার চালু হয়েছে। বলবো না এই দেশ রাতারাতি ইউরোপ আমেরিকা হয়ে গেছে, তবুও সরকারী দলের এমপি মন্ত্রী হয়েও জেলে যাওয়ার নজীর সৃষ্টি হয়েছে।

সমুদ্রসীমানা আদায়ে, সিটমহল সমস্যা সমাধানে বিএনপি কি করেছিল? তথ্য-প্রযুক্তিতে অনেক এগিয়ে গেছে দেশ। এক্ষেত্রেও বিশ্বের কাছে রোল মডেল। সরকারের ক্রটি নেই তা বলা যাবে না তবে অর্জন যা হয়েছে

তা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। অন্য দল যা পারে নি তাই পেরেছে আওয়ামী লীগ।

দোষ ক্রটি, ভাল মন্দ সব নিয়ে লিখুন, তাহলে বলবো আপনি নিরপেক্ষ। অথবা আপনিও আমার বা অন্যের মতো দল করেন, স্বীকার করুন। নিরপেক্ষ দাবি করলে নিরপেক্ষতা বজায় রাখুন।

লেখকঃ এম.এ.এস ইমন সদস্য, কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ